দৈনিক
ইত্তেফাক

নতুন পদ্ধতিতে খাতা মূল্যায়নের প্রভাব সার্বিক ফলে

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

এসএসসির মতো এবার এইচএসসিতেও নতুন পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হয়েছে। আর এর প্রভাব পড়েছে দেশের অধিকাংশ বোর্ডের ফলাফলে। উত্তরপত্র মূল্যায়নে একটি নমুনা উত্তরপত্র সরবরাহ করা হয়েছিল শিক্ষকদের কাছে। শিক্ষকরা এর ভিত্তিতেই নম্বর দেন। এছাড়া সব বিষয়ে সৃজনশীল পদ্ধতি চালুর কারণেও এবার পাসের হারের সঙ্গে সঙ্গে কমেছে জিপিএ-৫ এর সংখ্যাও।

এদিকে, কুমিল্লা বোর্ডে এবার ভয়াবহ ফল বিপর্যয় হয়েছে। জানা গেছে, খাতা মূল্যায়নে নতুন পদ্ধতি অবলম্বনের পাশাপাশি সব বিষয়ে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু এবং ইংরেজিতে খারাপ করার কারণে এ অবস্থা হয়েছে। ১০ বোর্ডে পাসের হার ৬৮ দশমিক ৯১ শতাংশ হলেও কুমিল্লা বোর্ডে পাসের হার ৪৯ দশমিক ৫২ শতাংশ। গত ৫ বছরের মধ্যে এবারই কুমিল্লা বোর্ডে পাসের হার সর্বনিম্ন। এ বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে মাত্র ৬৭৮ জন। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৯০২ জন।

কুমিল্লা বোর্ডে এবার ইংরেজিতে পাস করেছে ৩৮ শতাংশ। আর মানবিকের শিক্ষার্থীরা ইংরেজিতে বেশি খারাপ করেছে। মানবিকে পাসের হার ৩৮ দশমিক ৩৮ শতাংশ। এ বছর ২৬টি বিষয়ে ৫০টি পত্রে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়েছে। গত বছর ১৯টি বিষয়ের পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৩

নতুন পদ্ধতিতে খাতা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

৩৬টি পত্রে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়েছিল। গত বছরের তুলনায় সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে বিষয় বেড়েছে ৭টি ও পত্র বেড়েছে ১৪টি। সৃজনশীল পদ্ধতি বাড়ার কারণে সার্বিক পাসের হারও কমেছে এমনটি মনে করেন শিক্ষকরা।

তবে তুলনামূলক ফল খারাপে বিস্মিত হননি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। ফল প্রকাশকালে তিনি বলেছেন, এসএসসির মতো এখানে নতুন পদ্ধতিতে খাতা মূল্যায়ন করা হয়েছে। আর এ কারণেই পাসের হার কিছুটা কমেছে। সব বোর্ডেই নতুন পদ্ধতিতে খাতা দেখা হয়েছে। তবে কুমিল্লা বোর্ড কেন খারাপ করল এমন প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কেন এত খারাপ করল তা বিশ্লেষণ করে দেখা হবে।

উত্তরপত্র মূল্যায়নের সঠিক পদ্ধতি বের করতে বাংলাদেশ শিক্ষা উন্নয়ন ইউনিটকে (বেডু) দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বলে জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতিতে প্রত্যেক পরীক্ষক খাতা মূল্যায়নের পর এর সাড়ে ১২ শতাংশ পরীক্ষা করে দেখা হবে তিনি ঠিক মত মূল্যায়ন করেছেন কিনা। প্রধান পরীক্ষক যে খাতা দেখেছেন সেটাও আমরা মূল্যায়ন করব।

এই পদ্ধতিতে প্রশ্নের একটি সাধারণ উত্তরও প্রস্তুত করে পরীক্ষকদের দেওয়া হয়। এটাকে মানদণ্ড ধরে শিক্ষকরা নম্বর দিয়ে থাকেন। মন্ত্রী বলেন, পরীক্ষা করে দেখা গেছে একই খাতা ২০ কপি করে ২০ জন শিক্ষকের কাছে দেওয়া হয়। দেখা গেছে ২০ জন ২০ রকম নম্বর দিয়েছে। এগুলোকে শৃঙ্খলায় নিয়ে আসতে আমাদের ৪ বছর কাজ করতে হয়েছে। গত এসএসসি পরীক্ষায় আমরা এটা প্রয়োগ করি। সেখানে দেখা গেছে গত বছরের তুলনায় এবার ৮ শতাংশ বেশি ফেল করেছে। তিনি বলেন, বেশি বা কম পাস করানো নয়, সঠিক মূল্যায়ন করে শিক্ষার্থীকে এগিয়ে নেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।

কুমিল্লা বোর্ড কেন খারাপ করেছে—এ বিষয়ে কুমিল্লা বোর্ডের বাংলা বিষয়ের প্রধান পরীক্ষক কামাল উদ্দিন বলেন, এবার সব বিষয়ে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হয়েছে। কিন্তু কুমিল্লার গ্রামের শিক্ষার্থীরা সৃজনশীল পদ্ধতি থেকে অনেক দূরে। সৃজনশীল পদ্ধতি ভালোভাবে বুঝতে না পারায় কুমিল্লা বোর্ডের ফল খারাপ হয়েছে।

বোর্ডের ইংরেজির প্রধান পরীক্ষক হারুন অর রশীদ বলেন, ইংরেজিতে খুবই খারাপ করেছে শিক্ষার্থীরা। দু'একটি প্রশ্ন তুলনামূলক কঠিন হয়েছে। এর উত্তর লিখতে পারেনি শিক্ষার্থীরা। যার কারণে বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই ইংরেজিতে খারাপ করেছে।

বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল খালেক বলেন, ইংরেজি ও মানবিকে খারাপ করার কারণে সার্বিক ফল খারাপ হয়েছে।' এ বিষয়ে আমরা আরো অনুসন্ধান করে দেখব কেন এত খারাপ ফল করল।

চলতি বছর অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায়ও ফল বিপর্যয় হয়েছে কুমিল্লা বোর্ডের। যেখানে সার্বিক পাসের হার ছিল ৮০ শতাংশের বেশি। সেখানে কুমিল্লা বোর্ডের এসএসসিতে পাসের হার ছিল ৫৯ শতাংশ। সার্বিক ফল খারাপ হওয়ার পেছনে ইংরেজি।

রফিকুল ইসলাম নামে এক শিক্ষক বলেন, কুমিল্লা বোর্ডের পাসের চিত্রই দেশের সার্বিক চিত্র। পরীক্ষা হলে কঠোর নজরদারি এবং খাতা মূল্যায়নে উদারনীতি ছিল না। এ কারণে শিক্ষার্থীরা খাতায় যা লিখেছে সে অনুযায়ী নম্বর পেয়েছে।